প্রথম আলো

তারিখ ... 9 JUN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

'কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ চলছে হাওয়ার ওপর'

নিজস্ব প্রতিবেদক, কক্সবাজার ●

কক্সবাজার মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থীরা সকাল সকাল আসেন, শ্রেণীকক্ষে গিয়ে বসে থাকেন। কিন্তু পাঠদান হয় না। কারণ, শিক্ষক নেই। দুই মাস ধরে চলছে এ অবস্থা। এতে শিক্ষার্থীরা চরম ক্ষুব্ধ।

শিক্ষার্থী তাহমিনা সুলতানা বলেন, 'স্বাস্থ্যকর স্থান বিবেচনা করে কক্সবাজারের এ কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। এখন দেখি বিপদ। শিক্ষক নেই, নেই কর্মচারী, আসবাবপত্র। লেখাপড়া মোটেও হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, জীবনটাই এখানে শেষ করে দিচ্ছি।' সামিউল আলম বলেন, 'চলতি জুন মাসের গত আট দিনে আমরা মাত্র দুটি ক্লাস পেয়েছি। তাও অধ্যক্ষ স্যার নিজে পাঠ দিয়েছেন।' ফারজানা আকতার বলেন, 'ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে এখানে এসেছি, এখন দেখছি রোগী হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। কলেজে হোস্টেল নেই। মানুষের বাসাবাড়িতে থেকে লেখাপড়া চালাতে হচ্ছে, যা একজন মেডিকেলছাত্রীর জন্য অত্যন্ত অস্বাভাবিক।'

গতকাল সোমবার সকাল আটটার দিকে ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা বারান্দা, শ্রেণীকক্ষ ও করিডরে পায়চারী করে সময় কাটাচ্ছেন। কয়েকজন কেরম খেলছেন। সকাল আটটা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত বায়োকেমিস্ট্রির ক্লাস থাকলেও শিক্ষক না থাকায় পাঠদান হয়নি। বেলা সাড়ে ১১টায় এনাটমির ক্লাস নির্ধারিত থাকলেও শিক্ষক নেই। পরে অধ্যক্ষ নিজে এসে ক্লাসটি নেন।

অধ্যক্ষ বি এম আলী ইউসুফ জানান, এনাটমি পড়ানোর জন্য গত ২৭ মে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে রফিকুল ইসলাম যোগদান করেন। কিন্তু গত শনিবার তিনি ছুটিতে যাওয়ায় পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীরা বলেছেন, অধ্যক্ষ ছাড়া পাঠদানের মতো কোনো শিক্ষক এ কলেজে নেই। অধ্যক্ষ দাপ্তরিক কাজে বাইরে ব্যস্ত থাকলে পাঠদান বন্ধ থাকে। এভাবে চলছে দুই মাস ধরে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, কলেজে যেমন নেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী, তেমনি নেই শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সরঞ্জাম। এমনকি কলেজটি পাহারা দেওয়ার মতো একজন নৈশপ্রহরীও নিয়োগ দেওয়া হয়নি। কলেজে গ্রন্থাগার আছে, কিন্তু লোক না থাকায় এটি সারাক্ষণ তালাবদ্ধ থাকে। অধ্যক্ষ নিজে কলেজের ওপেন রক্ষিত মালামাল, কলেজের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন।

এর সত্যতা নিশ্চিত করে অধ্যক্ষ বি এম আলী ইউসুফ বলেন, 'শিক্ষক-কর্মচারী ছাড়া কলেজটি অনেকটা হাওয়ার ওপর চলছে। পাঠদানের জন্য চারজন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলেও আছেন মাত্র একজন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের থাকার আবাসন ব্যবস্থাও নেই।'

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০০৮ সালে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কলেজের নিজস্ব ভবন না থাকায় কক্সবাজার সদর হাসপাতালের একটি ভবনে চলতি ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে পাঠদান কার্যক্রম চালু হয়। এমবিবিএস প্রথম বর্ষে ৪৯ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। শুরুর দিকে দেড় মাস তিনজন শিক্ষক দিয়ে মোটামুটি ক্লাস চলানো হলেও এখন কাহিল অবস্থা যাচ্ছে। কলেজে এখনো স্থায়ী কোনো পদ সৃষ্টি করা হয়নি। প্রেষণে ঢাকা থেকে শিক্ষক হিসেবে যাঁরা যোগ দেন পরবর্তী সময়ে তাঁরা চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) কক্সবাজার জেলা শাখার সভাপতি ও কক্সবাজার সদর হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অরূপ দত্ত বাপ্পী গতকাল দুপুরে কলেজ পরিদর্শনে এসে শিক্ষার্থীদের বেহাল অবস্থা দেখে হতবাক হন। এ সময় তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'দেশের অন্যান্য স্থানে মেডিকেল কলেজগুলো ঠিকমতো চললে এটা চলবে না কেন? মূলত শিক্ষকদের থাকার স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকায় যোগদানের পরই তাঁরা চলে যান। ঢাকা থেকে শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে দেওয়া হলে এ সমস্যা হতো না।'

শিক্ষার্থীরা জানান, গত ১৯ মে কলেজের শিক্ষক সংকট, শিক্ষা উপকরণের অভাব দূর ও শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাসহ নানা সমস্যা দূরীকরণের দাবি জানিয়ে শিক্ষার্থীরা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর স্মারকলিপি দেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর কোনো সাড়া নেই।